গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৩৪৮

তারিখঃ ১৭ শ্রাবণ ১৪২৬ / ০১ আগস্ট ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৮/০৮/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

০১/০৮/২০১৯
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা-১২১২
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জুন ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৮ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
২৩ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>২৩ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুন'১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">মে'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">জুন'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৫</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৮</td><td>০২</td><td>২০</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৮</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৭</td><td>০২</td><td>৪৯</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>৪৭</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ৫টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২৩টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুন ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">মে ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩৬টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৬টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ৩১টি এবং বিআরটিএ-তে ০৫টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৩৫</td><td>০৫</td><td>৩২৪০</td><td>০৬</td><td>০২</td><td>০৪</td><td>৩২৩৪</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৫৫</td><td>০০</td><td>২৫৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৫৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৭</td><td>০১</td><td>৮৮</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৮৭</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৭৮</td><td>০৬</td><td>৩৫৮৪</td><td>০৭</td><td>০২</td><td>০৪</td><td>৩৫৭৭</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>যুগ্মসচিব (আইন) জানান-
(ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে।</td><td>(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/</td></tr>
</table>

ম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, মে ২০১৯ পর্যন্ত ৬৩টি কনটেম্পট মামলা ছিল। জুন ২০১৯ মাসে নতুন কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫৬টি। ৫৬টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। জুন ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলা ছিল ১০টি। জুন ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে সওজের ০৪টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে জুন'২০১৯ মাসে ৫টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩৪টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় বরাবর পেশ করা হয়েছে।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে মে ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৫৫টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মে ২০১৯ মাসে ৩টি মামলা রুজু এবং ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৫৭টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বিআরটিএ'র চলমান বিভাগীয় মামলার সঠিক সংখ্যা এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাসহ একটি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) চলমান বিভাগীয় মামলার সঠিক সংখ্যা এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সঠিক সংখ্যাসহ একটি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। মে ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুন ২০১৯ মাসে ০১টি মামলা রুজু এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৬টি।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। আদালতের রায় প্রতিপালনের জন্য ডিটিসিএ-তে শূন্য পদের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ জন জনবল নিয়মিতকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮জন নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী এক মাসের মধ্যে কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

অডিট আপত্তির বিবরণী:

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৭৫	১,০৭৮	৫,৬৮৭	৬১০	-	৭৩৭৫	০১ (সাঃ) ০৮ (অঃ)	৭,৩৬৬
বিআরটিসি	৩,৬৫৬	২,৪৬৩	১,১০২	৯১	-	৩,৬৫৬	-	৩,৬৫৬
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	২১	০৭	১৩	০১		২১	-	২১
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	-	১৬
মোট	১১,৩৫২	৩,৬০২	৭,০৪৭	৭০৩		১১৩৫২	০৯	১১,৩৪৩

উপসচিব (অডিট) জানান যে, মে ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩৫২। জুন ২০১৯ মাসে ০৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩৪৩টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮০টি কার্যালয়ের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পুনরায় পর্যালোচনা সভা শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। উপসচিব (অডিট অধিশাখা) আরও জানান, বিগত মাসে সওজ অধিদপ্তরের ২টি এবং বিআরটিএ'র ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত এবং দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৩) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
	(খ) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত, AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিলের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। অডিট আপত্তি প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে যথসময়ে নির্দেশনা দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (২) AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (৩) অডিট আপত্তি প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে যথসময়ে নির্দেশনা দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) যুগ্মসচিব (বাজেট) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর বাজেট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবের ওপর ইতোমধ্যে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুনপ্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন না করার বিষয়ে অডিটকালীন সময় সওজ অধিদপ্তের অনুকূলে অডিট আপত্তি প্রদান না করার জন্য গত ২৬/০৬/২০১৯ তারিখের এক্সিট মিটিং-এ বলা হয়েছে। অডিট আপত্তি প্রদানের বিষয়ে জানতে চাইলে পরিচালক (নিরীক্ষা ও অডিট) জানান ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত সকল সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের অনুকূলে অডিট আপত্তি প্রদান করা হয় না। কিন্তু কিছু সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের অনুকূলে এ ধরণের অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট আইটি কর্তনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এটি সম্পূর্ণই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এখতিয়ারাধীন। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন যে সকল সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের অনুকূলে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঐ সকল জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ভ্যাট আইটি কর্তন সংক্রান্ত প্রমাণক সংগ্রহ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে সরবরাহ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে সরাসরি অথবা পত্র যোগাযোগ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ঘ) (১) ভ্যাট আইটি কর্তনের বিষয়ে যে সকল সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের অনুকূলে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঐ সকল জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ভ্যাট আইটি কর্তন সংক্রান্ত প্রমাণক সংগ্রহ করতে হবে। (ঘ) (২) এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে সরাসরি অথবা পত্র যোগাযোগের জন্য প্রধান প্রকৌশলী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঙ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ'র ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(ঙ) বিআরটিএ'র ত্রিপক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে। ।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(চ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ শেষ হয়েছে। তবে এখনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং এটি প্রায় শেষ পর্যায়ে।	(চ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ছ) উপসিচব (অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি reconciliation করার জন্য সওজ অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও বিআরটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(চ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি reconciliation করার কাজ	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(জ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ ১৬টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।	অব্যাহত রাখতে হবে। (জ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

পেনশন কেইস:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২০	০২	২২	০৩	১৮	
বিআরটিসি	১১৫	২৭	১৪২	৬	১৩৬	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৩৯**	২৯	**১৬৮**	৭	**১৬১**	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। পিএ কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
.	**<u>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:</u>** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, প্রস্তুতকৃত মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ২০/০৬/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রস্তুত করেছে: ১. সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ ২. ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিধিমালা, ২০১৯ ৩. ট্রাষ্টি বোর্ডের তহবিল (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৯ ৪. ট্রাষ্টি বোর্ড চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৯ উপর্যুক্ত ৩টি বিধিমালা ও ১টি প্রবিধানমালা আইনগত দিকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মন্তব্য/সুপারিশ প্রেরণের জন্য এ বিভাগের আইন অধিশাখাকে ৩০/০৫/২০১৯ তারিখে অনুরোধ করা হয়। আইন অধিশাখা হতে ১৭/০৬/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিব মহোদয় অবহিত করেন ১৯৮৪ সালের বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুলনামূলক ছক প্রস্তুত করে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বিধিমালা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	(১) গঠিত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ এর চূড়ান্ত করবে। **(২)** ১৯৮৪ সালের বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুলনামূলক ছক প্রস্তুত করে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বিধিমালা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসিচব (আইন/বিআরটিএ)
	গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ সংশোধনীসহ ডিটিসিএ হতে জবাব পাওয়ার পর পুনরায় ভেটিং এর জন্য ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগের ২ কিলোমিটারে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলমান আছে। সমন্বয় সভার নির্দেশনা ও পূর্বের ন্যায় মহাসড়কসহ সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ আরো জানান ৬৫টি সড়ক বিভাগের কোন্ ২ কিলোমিটারে গাছ রোপন করা হয়েছে, গাছের বর্তমান অবস্থা এবং পরিচর্যার সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি জানার বিষয়টি এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনার এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য গত মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। চলমান বর্ষ মৌসুমে চারা রোপন এবং মহাসড়কের পার্শ্বে যে সকল জায়গায় গাছ মারা গিয়েছে সে সব স্থানে গাছ রোপনের জন্য গ্যাপ ফিলিংকরার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগের ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) চলমান বর্ষা মৌসুমে চারা রোপন এবং মহাসড়কের পার্শ্বে যে সকল জায়গায় গাছ মারা গিয়েছে সে সব স্থানে গাছ রোপন গ্যাপ ফিলিং করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন সংশ্লেষে গঠিত কমিটির সভা ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নীতিমালার খসড়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ফরমেট অনুসারে সংশোধন করে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে আলোচ্য বিষয়ে ২০/০৬/২০১৯ ও ৩/০৭/২০১৯ তারিখ এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত গ্রহণ এবং জনসাধারণের মতামতের জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	(খ) (১) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) জনসাধারণের মতামতের জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা কাজ কোম্পানীকে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রাখবে। পরিচর্যার কাজ কোম্পানীকে দেয়ার উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে আরবরিকালচার সার্কেল সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে। মহাসড়ক ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা (খসড়া)-২০১৯ এর অধ্যায় ২-এ কোম্পানীর মাধ্যমে মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা কাজ কোম্পানীকে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সওজ অধিদপ্তরের মিরপুর পাইকপাড়া সড়ক গবেষণাগারের অভ্যন্তরে বাসা নম্বর-৩৪৩(ওডিএ-১/২), পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা এবং বাসা নম্বর-২/১ ল্যাবরেটরী, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা এর অবৈধ দখলদারদের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করে ঢাকা সড়ক বিভাগের অধীন বাসা দু'টি বুঝিয়ে দেয়া হয়। সভাপতি সড়ক গবেষণাগার এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত উচ্ছেদে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন। (খ) ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন টঙ্গী ডাইভারনশন মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে পূর্ব পার্শ্বে (বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয় এর উত্তর পার্শ্বে) সওজ অধিদপ্তরের মহাখালী মৌজায় সিএস দাগ নম্বর-১৭১, ১৭৩ ও ১৭৪ (প্রতিটির অংশ) হতে প্লট নম্বর-১৫৭ ও ০৫৬ এ অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ২১টি সেমি পাকা টিন সেড ঘর, পাকা বাউন্ডারী ওয়াল ১৫০ মিটার, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে ১৫.৯৯ শতাংশ ভূমি অবৈধ দলখমুক্ত হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ কোটি টাকা।	(ক) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সড়ক গবেষণাগার এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ১৯/০৫/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ২০/০৬/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের দোহাজারী অংশে সাঙ্গু নদীর ওপর ক্রস বর্ডার প্রকল্প কর্তৃক সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় সেতুর উভয় পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের ১৬০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। উক্ত দখলমুক্ত ভূমির পরিমাণ ৩.৫০ একর যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। মে ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬৩৯টি মামলা দায়ের করে ৪০,৫০,১০০/- (চল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ২২টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগে ফিটনেসবিহীন গাড়ী পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আাছে। (খ) সভাপতি অবহিত করেন যে, মহামান্য হাইকোর্ট ফিটনেসবিহীন গাড়ি বন্ধে সময়সীমা বেধে দিয়েছে। এতে করে ফিটনেস গ্রহণের চাহিদা বেড়ে যাবে এবং মালিকপক্ষ তাড়াহুরো করে ফিটনেস গ্রহণের চেষ্টা করবেন। তাই তাড়াহুরো না করে যথাযথ নিয়ম মেনে যাতে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় সে বিষয়ে বিআরটিএ পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ কর্তৃক বিষয়টি মনিটর করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (১) যথাযথ নিয়ম মেনে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) (২) সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বিষয়টি মনিটর করবেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
১.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** (ক) সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী মহাসড়কের পার্শ্বে/মিডিয়ানে ও ব্রীজের দুপ্রান্তে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণের বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশের সাথে ইতোমধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিঘ্রই একটি সভার আয়োজন করা হবে। উক্ত সভায় বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশের সাথে সভার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
২.	**<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) (১) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য ৫৫টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে কনডেমেনশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষণা ও মূল্য নির্ধারণী প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) (১) মেরামত অযোগ্য ৫৫টি গাড়ির বিষয়ে কনডেমেনশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ক) (২) ১৪টি গাড়ী অকোজে ঘোষণা ও মূল্য নির্ধারণী প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ শেষ হলেই মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হবে।	(খ) Recast DPP দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ১টি সড়ক বিভাগে (গাজীপুর সড়ক বিভাগ) শেড নির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচন করার কার্যক্রম চলমান। তিনি আরও জানান, এ অর্থবছরের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পেলে শেড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	(গ) (১) প্রক্রিয়াধীন ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (গ) (২) শেড নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। (গ) (৩) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন:** (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার পর্যায়ক্রমে লাগানো হচ্ছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি সংস্থাপন)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় এবং গাড়ীর ফিটনেস প্রদানের সময় ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(খ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং ফিটনেস প্রদানের সময়ে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র ড্রাইভার/কন্ডাক্টদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation অব্যাহত রয়েছে।	(গ) ড্রাইভারদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র জন্য ১টি গাড়ী চালক ও ৭টি অফিস সহায়ক পদসহ মোট ৮টি পদ নিয়মিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সাথে অব্যাহত আছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, আগামী অর্থবছরের জন্য ড্রাইভিং টেষ্ট বোর্ডের সদস্যদের সম্মানীর প্রস্তাব অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে ২৩/০৫/২০১৯ তারিখে অর্থ বরাদ্দে জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় সভাপতি জনাব নূর মোহাম্মদ মজুমদার, যুগ্মসচিব-কে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): উপসচিব (বাজেট) জানান- (১)মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর উপস্থিতে ১৩/০৭/২০১৯ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর মধ্যে এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।	(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ নির্দেশিকা ২০১৮ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপি'তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অনুকূলে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সাথে প্রমাণক দাখিলের বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ও এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ করা যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যে সকল টার্গেটে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে সার্বিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদে বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) (ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যে সকল টার্গেটে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইতে হবে। (২) (২) ব্যাখ্যার আলোকে এ বিভাগের সার্বিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদে বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (এমআরটি অধিশাখা) জানান, (১) এ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের NIS ২০১৮-১৯ অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে নৈতিকতা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত ৫.৪ ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা বাদে অন্য সকল কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। নির্ধারিত ১৫/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সংস্থাসমূহের NIS ২০১৮-১৯ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমানকসহ পাওয়ার পর তা ৩০/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগ হতে পর্যালোচনাপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা গত ১৭/০৬/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে ফিডব্যাক প্রদান করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফিডব্যাক অনুসরণে এ বিভাগের ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে NIS কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ০২/০৭/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৯-২০) এর ওপর নৈতিকতা কমিটি হতে ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।	(১) NIS মূল্যায়ন (২০১৮-১৯) অনুসরণে প্রমানকসহ ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে। (২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(গ) Grivance Redress System - GRS : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, জুন ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৩টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ১৩টি অভিযোগের মধ্যে ৪টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ০১টি বিআরটিসি, ০৮টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ১৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান আছে। উপসচিব (বাজেট) এন্ট্রি কার্যক্রম সমন্বয় করছেন।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(ঙ) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, জুন'১৯ মাসে সওজ অধিদপ্তর ২৫৩টি নথি ও ২২৯টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৬৪টি নথি ও ৫৭টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৫২৪টি নথি ও ৬৭টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৪টি নথি ও ৩টি পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ই-নথি বিষয়ে অধিনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) জানান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক শীর্ষক ২৭/০৬/২০১৯ তারিখের অবহিতকরণ সভা অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি। শিঘ্রই সভার নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক শীর্ষক অবহিতকরণ সভার তারিখ দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
১৪.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-১২ অর্থবছর হতে মে ২০১৯ পর্যন্ত ৭,০৯,০০,০০০/-(সাত কোটি নয় লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জুন'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিসির আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার নেই। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ২৭/০৬/২০১৯ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পত্রে অনুরোধ করা হয়েছে। (২) পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ জানান, র‍্যাপিড পাস সিস্টেম আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ২য় ফেইজের পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাইকার আমন্ত্রণে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ'র নেতৃত্বে ৫ সদস্যের দল জাপান সফরে আছেন। জাপান সফরে অর্জিত জ্ঞান ও জাইকার দিক নির্দেশনার আলোকে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম প্রবর্তনে কাজ করা হবে। র‍্যাপিড পাস সিস্টেম প্রবর্তনে Update তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (৫) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত এবং একটা যৌক্তিক ভাড়া নির্ধারণ এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে WiFi স্থাপন এবং বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে। (২) জাপান সফরে অর্জিত জ্ঞান ও জাইকার দিক নির্দেশনার আলোকে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম প্রবর্তনে Update তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে। (৩) (ক) সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (৩) (খ) বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। সাব-স্ট্রাকচারের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সুপার স্ট্রাকচারের ৩য় তলায় Floor Slab এর Shuttering এর কাজ চলমান। বেইজমেন্টের প্লাস্টার এর কাজ চলমান। ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৫৩%। সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নেই। যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ ভবন নির্মাণের জন্য ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও দীর্ঘদেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ট্রিপমূল্য অনুযায়ী ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। বিষয়টি আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এক্সেললোড সংক্রান্ত একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। একনেক কর্তৃক অনুমোনের পর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা/সেমিনারে আয়োজন করা হবে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে ৬/০২/২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে। প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	
	(চ) ডিও পত্রের অগ্রগতি: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে।	(১) গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	(২) উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে জুন'১৯ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় এ বিভাগের প্রেরিত পত্রের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে।	(২) ডি.ও পত্রের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ফলোআপ নিতে হবে।	
	(ছ) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে আদালতের রায় যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। প্রয়োজনীয়তা না থাকায় আগামী সভার কার্যপত্র হতে এজেন্ডাটি বাদ দিতে হবে।	যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড)/যুগ্মসচিব (সমন্বঃ ও প্রশিঃ)
	(জ) মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের জন্য বনানী-এয়ারপোর্ট সড়ক, ঢাকা - আরিচা মহাসড়কে পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসসড়কসহ ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত অন্যান্য মহাসড়কে পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকার পাশাপাশি ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কে গতি নির্দেশক নির্দেশিকা স্থাপনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত সকল মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কে গতি নির্দেশক নির্দেশিকা স্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঝ) ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউক-কে নিয়ে আন্ত:মন্ত্রলায় সভা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত করেন আপতত আন্ত:মন্ত্রলায় সভা করা প্রয়োজনীয়তা নেই ডিটিসিএ তাদের নিয়ম অনুযায়ী অনাপত্তি প্রদান করবে। ভবন নির্মাণে ডিটিসিএ'র ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে রাজউক-কে পুনরায় পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য সভায় সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউককে পুনরায় পত্র দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	(ঞ) ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা: অতিরিক্ত প্রকৌশলী জানান (যান্ত্রিক উইং) জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন মোট ফেরি ঘাটের সংখ্যা ৩৯টি, মোট ফেরির সংখ্যা ৬২টি। জুন/২০১৯ মাসে ২৮টি ফেরিঘাটের ফেরি ইঞ্জিনের সার্ভিসিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ১১টি ফেরির সার্ভিসিং করা হয়নি। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই এজেন্ডা আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) ফেরি ইঞ্জিনের সার্ভিসিং এর বিষয় নিয়মিত তদারকি করতে হবে। (২) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/ যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	(ট) সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঠ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯ টি পদের মধ্যে ৬৬টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২০টি, ২য় শ্রেণির ২২টি, ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ৯ টি শূন্যপদ রয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১৮টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৩টি শূন্যপদ গত ১৪/০৭/২০১৯ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৩৬টি শূন্য পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ডিটিসিএ'র বিদ্যমান ৭০টি এবং রাজস্বখাতে অতিরিক্ত অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ১৪২টি পদসহ মোট ২১২টি পদের জন্য ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৮ অনুমোদনের পর নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি:** ২৭৬৩টি শূন্যপদের মধ্যে ১৬তম গ্রেডের ৬০৫ জন অপারেটর (চালক) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ১৯২ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করতঃ ওরিয়েন্টশন কোর্সের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৪১৩ জন চালক নিয়োগের লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ইন্টারভিউকার্ড ইস্যুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিআরটিএ:** ৮২৩ টি পদের মধ্যে ১১৭টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গেছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্ত:** ৪৩৬৮টি শূন্য পদের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৬৩ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলামান আছে। ওয়ার্কচার্জ সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরি সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩৯৮৭টি শূন্য পদে বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৩৯৮৭টি শূন্য পদের অন্তর্ভুক্ত সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদ মামলা বহির্ভূত হওয়ায় সিকিরিউটি অফিসার এর ১টি ও সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে।	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)
	(ড) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদসময়ে এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে। নিদের্শনাসমূহ নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ), জানান সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট যান) নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে ১টি সভা করেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায় কার্যক্রম চলমান আছে। কমিটিকে দ্রুত সুপারিশমালা প্রনয়ণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমিালা প্রণয়ন করার কার্যক্রম গহ্রণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলে আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী,সওজ জানান, বিদ্যমান টোল নীতিমালার আলোকে মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারী সরকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত আছে। অন্যান্য (বেসরকারি) এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী,সওজ জানান, অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সংবলিত প্রকল্প অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই একনেকে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প নিমিত্ত একনেকে অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন প্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে।	ডিপিপি'র কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ইআরডি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্প দু'টির জন্য অর্থ সংস্থানকারীর অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, নিয়মিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে আগামী ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গত ০১/০৭/২০১৯ এবং ১৬/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১০টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফেকেট ইস্যুর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। রাইডশেয়ারিং শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ মোতাবকে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ অনুসরণ করে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে।	রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মঅনুযায়ী সার্টিফেকেট ইস্যু এবং ভাড়ার ক্ষেত্রে যাত্রী হয়রানি না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআটিএ
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনায়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর অধীনে খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ বিআরটিএ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আইন অধিশাখা হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	কমিটি কর্তৃক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঢাকা মহানগরীসহ ডিটিসিএভুক্ত এলাকার যানজট নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ডিটিসিএ ১৬/০৬/২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা আহ্বান করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** পরিচালক (ডিটিএস) জানান, যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিঘ্রই এ বিষয়ে একটি সভা আহবান করা হবে।	নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে অগ্রগতি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০৮/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব